بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৩ অক্টোবর ২০১৯

আলমেরে-তে নতুন আহমদীয়া মসজিদের উদ্বোধন করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান

প্রত্যেক মসজিদকে 'শান্তির আলোকবর্তিকা ও মানবজাতির জন্য সৌহার্দ্যের প্রতীক' হওয়া উচিত - হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘোষণা করছে যে ১ অক্টোবর ২০১৯ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান, পঞ্চম খলিফাতুল মসীহ, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) হল্যান্ডের আলমেরেতে বাইতুল আফিয়াত (শান্তি ও নিরাপত্তার গৃহ) মসজিদ উদ্বোধন করেন।

মসজিদে পৌঁছার পর সম্মানিত হুযূর একটি স্মারক উন্মোচন এবং খোদাতা'লার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দোয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে মসজিদ উদ্বোধন করেন।

পরবর্তীতে মসজিদের উদ্বোধন উপলেক্ষ্যে একটি বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রায় ৮০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটির মূল আকর্ষণ ছিল হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এর মূল ভাষণ যেখানে তিনি মসজিদসমূহের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং ইসলামের শিক্ষার আলোকে মানব জাতির অধিকার রক্ষা করার গুরুত্বের উপর তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন।

সম্মানিত হুযূর শুরুতেই উপস্থিত অতিথিবৃন্দদেরকে তাদের উন্মুক্ত হৃদয়ের জন্য এবং জাতিগত বৈচিত্রের প্রতি তাদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সর্বপ্রথম আমি আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য এবং আজ আলমেরে-তে আমাদের নতুন মসজিদের উদ্বোধনে আমাদের সঙ্গে শামিল হওয়ার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আজকের পৃথিবীতে পশ্চিমা জগতে বসবাসকারী অনেক মানুষ ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। বস্তুত, এটি বলা অত্যুক্তি হবে না যে অনেক মানুষ ইসলাম ধর্মকে এবং এর অনুসারীদেরকে নিয়ে আতঙ্কিত বোধ করেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"সুতরাং, আপনারা যে আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, তা প্রমাণ করে যে আপনারা উম্মুক্ত হৃদয়ের মানুষ এবং আপনারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়তে আকাঙ্ক্ষী। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের জন্য আপনাদের যে আকাঙ্ক্ষা তা এতে প্রতিফলিত হয় এবং এটি প্রদর্শন করে যে আপনারা মানবীয় মূল্যবোধকে ধারণ করার গুরুত্বকে অনুধাবন করেন।"

সম্মানিত হুযূর আরো ব্যাখ্যা করেন যে *ধর্মীয় স্বাধীনতা* ইসলামের একটি মৌলিক শিক্ষা।

এ বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমাদের বিশ্বাস আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে ধর্ম হৃদয়ের একটি বিষয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি, কোনরূপ জোর-জবরদস্তি ছাড়াই, তার নিজের পথ বেছে নেয়ার বিষয়ে স্বাধীন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে ধর্মের বিষয়ে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।"

সম্মানিত হুযূর বিদ্যমান বাঁধা-ধরা ও ভ্রান্ত ধারণাসমূহ দূরীকরণের জন্য সংলাপের গুরুত্বের উপর জোর দেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"অন্যান্যদের ধর্মবিশ্বাস ও মত সম্পর্কে জানার জন্য সময় ব্যয় করা আমাদেরকে বিভক্তকারী দেয়াল সমূহ ভেঙে ফেলার এবং ঐ সকল ভুল ধারণা, যেগুলো প্রায়শঃই অযাচিত উদ্বেগ ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে সেগুলোর স্বরূপ উন্মোচনের, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপায়।"

সম্মানিত হুযূর সেই নেতিবাচক চিত্রের কথা আলোচনা করেন যা অনেক অমুসলিম ইসলাম সম্পর্কে ধারণ করেন এবং ব্যাখ্যা করেন যে একটি মসজিদের মূল উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটি হলো স্থানীয় অধিবাসীদের মনে বিদ্যমান

'যেকোন শংকাকে দূর করা'।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"প্রকৃতপক্ষে আমার জন্য, এবং সকল শান্তিপ্রিয় মুসলমানের জন্য, অত্যন্ত আফসোসের একটি বিষয় এই যে, অমুসলিম দেশগুলোতে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক আতঙ্ক বিদ্যমান যে, মুসলমানগণ এবং মসজিদসমূহ কেবল সমাজে সমস্যা সৃষ্টি করবে এবং সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলবে।"

সম্মানিত হুযূর স্পষ্ট করেন যে একটি মসজিদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য 'এক সত্য খোদার উপাসনা', এবং এর পাশাপাশি মুসলমানদেরকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্য একটি জায়গা প্রদান করা। একটি মসজিদের আরেকটি মৌলিক উদ্দেশ্য হল মানবতার সেবার একটি কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা।

এ অনুপম শিক্ষার উপর আলোকপাত করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যে কোন মসজিদের জন্য তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটি অমুসলিমদের সামনে ইসলামের শিক্ষাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার এবং বৃহত্তর সমাজের অধিকার পূরণ করার একটি মাধ্যম। এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে এমন মসজিদ যা শান্তি ও মানবতার প্রতি সহানুভূতির আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে না এবং যেখান থেকে না খোদাতা'লার অধিকার পূরণ হয় আর না তাঁর সৃষ্টির অধিকার পূর্ণ হয়, তা এক ফাঁপা ও খালি খোলক ছাড়া আর কিছুই না।"

কুর'আন করীমে বর্ণিত এক 'তথাকথিত মসজিদ' এর উদাহরণ দিয়ে সম্মানিত হুযূর ব্যাখ্যা করেন যে এটিকে ধ্বংস করা হয়েছিল কেননা 'এটি মন্দ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল' এবং এর কাজ ছিল

'ঘৃণার আগুন প্রজ্জ্বলিত করা'

এবং

'মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করা।'

সম্মানিত হুযূর এ বিষয়ে আরো আলোকপাত করে বলেন যে যেকোন ভবন যা

‘সন্ত্রাসবাদের অথবা মতবিরোধকে উস্কে দেয়ার সূতিকাগার হিসেবে কাজ করে তা কখনো এর প্রকৃত উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে না বা একটি প্রকৃত মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে না।’

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এরপর এ প্রসঙ্গে কথা বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত কিভাবে বিশ্বজুড়ে অন্যান্য মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“একটি মসজিদের উদ্দেশ্য কেবল তখনই পূর্ণ হতে পারে যখন এর উপাসনা কারীদের মধ্যে নিঃস্বার্থতা, বিনয় এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি প্রকৃত সহানুভূতি ও ভালোবাসার এক প্রেরণা জীবিত থাকে। আমরা নিয়মিত অনুষ্ঠানাদি আয়োজন করে থাকি এবং এমন পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণ করে থাকি যেগুলো আমাদের প্রতিবেশীদের এবং বৃহত্তর সমাজের সেবায় আসে। আমরা এমন পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণ করি যার মাধ্যমে আমরা দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করতে পারি এবং এতিমদের অধিকার পূর্ণ করতে পারি এবং সমাজের অভাবী এবং সুবিধাবঞ্চিত সদস্যদের সেবায় ও সহায়তায় এগিয়ে আসতে পারি।”

সম্মানিত হুযূর বলেন যে পবিত্র কুর’আন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে ঐ সকল ব্যক্তি যারা অপরাপর মানুষের প্রতি সদয় হতে ব্যর্থ হয় তাদের ইবাদত বৃথা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যদি কোন মুসলমান, খোদা না করুন, অন্য কারো জন্য বেদনা বা কষ্টের কারণ হন এবং সহানুভূতি দেখাতে ব্যর্থ হন, তাহলে, যদিওবা তারা আল্লাহর ইবাদতে নিয়মিত হয়ে থাকেন, তাদের ইবাদত এবং তাদের দোয়া বৃথা এবং একেবারেই মূল্যহীন।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আল্লাহতা’লা ঐ সকল লোকদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা তাঁর উদ্দেশ্যে নামায পড়েন কিন্তু যারা দুর্বল এবং অভাবগ্রস্তদের অধিকার আদায়ে ব্যর্থ হন, এবং তিনি ঘোষণা করেছেন যে তাদের নামায কখনো কবুল হবে না। তাদের ইবাদত এবং মসজিদে প্রবেশ এক ধোঁকা এবং এক অন্তঃসারশূন্য অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। খুবই স্পষ্টভাবে বলে যে তাদের নামাজ অর্থহীন এবং তাদের কপট আচরণ তাদেরকে কেবলমাত্র অপমান ও নৈরাশ্যের দিকে নিয়ে যাবে।”

ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং একটি মসজিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনার পর, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এগুলোই যখন প্রকৃত মসজিদের মূল উদ্দেশ্য, তখন আপনাদের কারো এ মসজিদ নিয়ে শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ থাকা উচিত নয়। বারবার, ইসলাম অনেক গুরুত্ব আরোপ করেছে নিজেদের প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখার বিষয়ে এবং তাদের অধিকার আদায়ের বিষয়ে। মুসলমানদেরকে নিজ প্রতিবেশীদেরকে, তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, ভালবাসার এবং তাদের রক্ষা করার এবং সদা সর্বদা তাদের প্রয়োজনের সময়ে তাদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এ শহরের সকল মানুষ এই মসজিদের বা এ মসজিদে যারা উপাসনা করেন তাদের প্রতিবেশী। আমাদের প্রতিবেশী মুসলিম হোক বা অমুসলিম, এটি আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব যেন আমরা তাদের খেয়াল রাখি, তাদের অধিকার আদায় করি এবং নিশ্চিত করি যে আমরা তাদের জন্য কোন সমস্যা বা কষ্টের কারণ না হয়। এটি আমাদের পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ নয় বরং আমাদের মৌলিক ধর্মীয় দায়িত্ব।"

আলমেরে-র স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্দেশ্য করে সম্মানিত হুযূর প্রতিশ্রুতি দেন যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যবৃন্দ সর্বদা এমন বিশ্বস্ত নাগরিক হিসেবে থাকবেন যারা স্থানীয় সমাজে অবদান রাখতে সচেষ্ট।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যখনই আপনাদের কারো আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে, আমরা অঙ্গীকার করছি যে, আমাদের পক্ষে যেভাবে সম্ভব, আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য আমরা আপনাদের পাশে থাকব। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে স্থানীয় আহমদী মুসলমানগণ স্থানীয় সমাজের প্রতি তাদের যে দায়িত্ব, সেটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন এবং সর্বদা এই শহরের প্রতি ইতিবাচক অবদান রাখার বিষয়ে সচেষ্ট হবেন এবং এমন বিশ্বস্ত ও অনুগত নাগরিক হবেন, যারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাদের নিজ স্থানীয় সমাজের কল্যাণ সম্পর্কে যত্নবান।"

স্থানীয় আহমদী অধিবাসীদের কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমি এই সুযোগে স্থানীয় আহমদী মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তাদের সর্বদা সর্বোচ্চ নৈতিক মান প্রদর্শন করা উচিত এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুসরণ করা উচিত এবং তাদের স্থানীয় সমাজের সেবা করা উচিত।"

তাঁর ভাষণের শেষ প্রান্তে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"খোদাতা'লার ইচ্ছায়, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই মসজিদের উদ্বোধনের সাথে সাথে আমাদের জামা'ত এবং বিস্তৃত জনগণের সম্পর্ক সদা নিবিড়তর হতে থাকবে এবং আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন চিরকাল আরো শক্তিশালী হতে থাকবে। আমি নিশ্চিত যে ভালোবাসা ও পারস্পরিক সৌহার্দের এক প্রেরণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকবে এবং আপনারা এই মসজিদকে শান্তি এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য সহানুভূতির এক প্রতীক হিসেবে দেখতে শুরু করবেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) এ দোয়ার মাধ্যমে তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করেন:

"আমি দোয়া করি যেন এই মসজিদ এক চিরন্তন আলোকবর্তিকা সাব্যস্ত হয় যেখান থেকে চতুর্দিকে শান্তি, ভালোবাসা ও মানবতার আলো চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হয়। আমিন।"

সম্মানিত হুযূরের ভাষণের পূর্বে, উপস্থিত অতিথিবৃন্দ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত হল্যান্ড এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হিবাতুন্নূর ভারহাগেন এর বক্তব্য শোনেন, যেখানে তিনি হল্যান্ডে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইতিহাস তুলে ধরেন। এছাড়াও আরও কয়েকজন অতিথি বক্তা তাদের অভিব্যক্তি উপস্থাপন করেন।

আলমেরে সিটি কাউন্সিল এর সদস্য, মি. টন ভ্যান ডেন বার্গ বলেন:

"সম্মানিত হুযূর শান্তি ও সৌহার্দ্যের খলীফা, সর্বপ্রথম আমার আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করুন এবং আমি আপনাকে হল্যান্ডের সবচেয়ে আকর্ষণীয় শহরগুলির একটিতে স্বাগত জানাই। সম্মানিত হুযূর, আমি এই অসাধারণ শহরে এই অনুপম সুন্দর প্রকল্প সংযোজন করার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই। আহমদী মুসলমানেরা শান্তিপ্রিয়, আইনের

অনুগত নাগরিক। যদিও আপনার অধিকাংশ মুসলিম দেশে অনেক চাপ এবং কাঠিন্যের শিকার, কিন্তু আপনাদের মূলমন্ত্র *ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয় কারো পরে* এর মাধ্যমে আপনারা বিশ্ব থেকে একদিন কঠোরতা ও ঘৃণা দূর করতে সক্ষম হবেন।"

আলমেরে সিটি কাউন্সিলের রেস্‌পেক্ট পার্টির সভাপতি, মি. রেনে ঈকহুস বলেন:

"*ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো 'পরে,* রেস্‌পেক্ট-এর মতে এটি একটি অত্যন্ত ভাল দর্শন, আর নতুন মসজিদের জন্য আপনাদেরকে অনেক অভিনন্দন।"

শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, সরদার ভুপিন্দর সিং বলেন:

"নেদারল্যান্ডস এর শিখ সম্প্রদায় এর পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে এই পবিত্র দিনে অভিনন্দন জানাতে চাই, কেননা আপনাদের সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। আপনাদের সম্প্রদায়ের জন্য আমার গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে, আর আপনার হলে হল্যান্ডের আলমেরে-তে উপস্থিত হয়েছেন। আর আমার গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে সম্মানিত হুযূরের প্রতি যিনি সুদূর ইংল্যান্ড থেকে এখানে এসেছেন, আর আমার সৌভাগ্য হয়েছে তার সঙ্গে বার দুয়েক দেখা করার।"

আলমেরে শহরের ডেপুটি মেয়র মি. জে. যুটেকাউ বলেন:

"আজ আমরা উৎসব উদযাপন করছি এখানে আলমিরাতে আহমদিয়া সম্প্রদায় কে তাদের এই নতুন মসজিদসহ স্বাগত জানিয়ে ... আপনারা সর্বদা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থানীয় সমর্থনের উপর ভরসা রাখতে পারেন। আমরা আপনাদের সম্প্রদায় থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে চাই, আজ এই মসজিদের উদ্বোধনের মাধ্যমে আমরা ইতিহাসকে নতুনভাবে রচনা

করছি। সুতরাং আমি প্রত্যাশা করি যে একটি সম্প্রদায় হিসেবে আপনাদের কাছ থেকে জ্যেতির্মণ্ডিত ও সমৃদ্ধ হবো এবং সর্বোপরি অনুপ্রাণিত হবো। আজ আপনাদের সঙ্গে এই নতুন মসজিদ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করেছি এবং করছি।"

সম্মানিত হুযূর এর নেতৃত্বে দোয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক অধিবেশন সমাপ্ত হয়, যার পর রাতের আহার পরিবেশন করা হয়।

এর পূর্বে সম্মানিত হুযূর মসজিদে যোহর ও আসরের নামায পড়ান এবং একটি সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন মিডিয়া প্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।